আজকের কাগজ

তারিখ 11 JAN 1993 পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের ভাঙচুর-গুলিবর্ষণ

আহসানুল হক মনির ঃ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২ ডিসেম্বর সিন্ডিকেটের এক বৈঠকে ছাত্রদলের দু'জন নেতাকে বহিষ্কারের আদেশ প্রত্যাহার না করার প্রেক্ষিতে ক্যাম্পাসে গতকালও ছাত্রদল কর্মীরা ভাঙচুর ও গুলিবর্ষণ করেছে। এর ফলে অনার্সের পরীক্ষা বাতিল হয়ে গেছে। গত ৩০ নভেম্বর কতিপয় ছাত্র আলবেরুনী হলে প্রভোস্টের সঙ্গে অশালীন আচরণ করলে দু'জন ছাত্রকে বহিষ্কার ও জরিমানা করা হলে ছাত্ররা তা মেনে না নিয়ে ভিসি ভবনে শিক্ষকদের আটক করে রাখে। পরবর্তীতে সিন্ডিকেট সভায় আপীলের মাধ্যমে দাবি পূরণ করে নেয়ার কথা থাকলেও ৯ জানুয়ারি বিকেলে সিন্ডিকেটের বিশেষ সভায় উপাচার্য উক্ত ছাত্রদলের দু'জন নেতার বহিষ্কারাদেশের বিষয়টি উত্থাপন করলে সিন্ডিকেটের অন্যান্য সদস্যরা বিশেষ সভায় ওই প্রস্তাব উত্থাপন আইন বহির্ভূত বলে নাকচ করে দেন। এ সংবাদ ছাত্রদলের নেতারা জানার পর ক্যাম্পাসে ব্যাপক উত্তেজনা শুরু হয়।

উত্তেজিত ছাত্ররা সকালে বিভিন্ন হল থেকে মিছিল বের করে কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়া থেকে একটি জঙ্গী মিছিল নিয়ে বিভিন্ন অনুষদের শিক্ষকদের কক্ষ ভাঙচুর করে। তারা শিক্ষকদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ সময় কমপক্ষে ৫০ রাউন্ড গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। নৃবিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থীরা তাদের অনার্স পরীক্ষা দিতে পারেনি। উত্তেজিত ছাত্ররা বিভিন্ন কন্সাপসিবল গেট আটকে দেয়। ক্যাম্পাস থেকে কোনো গাড়ি বের হতে পারেনি।

এদিকে জাকসু ভিপি এক বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা সৃষ্টির জন্যে সিন্ডিকেটকে দায়ী করেন।

এদিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ ঘটনার জন্যে তীব্র ক্ষোভ, নিন্দা ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সমিতির সভাপতি প্রফেসর খন্দকার মুস্তাহিদুর রহমান স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সন্ত্রাসীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করা হয়।